দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... APR...1 8 1999
পৃষ্ঠা: 7 কলাম 3

120

প্রাইমারী শিক্ষকের প্রতি বৈষম্য কেন?

প্রাঃ শিক্ষা অধিদপ্তর প্রকাশিত ১৯৯১ সনের ছুটির তালিকা দেখে বিস্মিত হতে হয়। মুসলমানদের সবচেয়ে পবিত্র মাস, সিয়াম সাধনার মাস রমজান। যুগ যুগ ধরে এ দেশের শাসন ক্ষমতায় যত সরকার এসেছে প্রত্যেকে পবিত্র রমজান মাসে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছুটি ঘোষণা দিয়েছেন। যাতে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা একাগ্রভাবে সিয়াম সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে পারে। যেহেতু শিক্ষা দান ও শিক্ষা গ্রহণ মুখ ও মস্তিষ্ক পুরাপুরি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু রোজা অবস্থায় শিক্ষা দান ও গ্রহণে শরীর ও মন দুই-ই দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে অনেক দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে অনেক দুর্বল ঈমান মুসলমান স্বভাবতই ধর্ম-কর্মে গাফেল হয়ে পড়ে। প্রাইমারী, মাস্টার তো সরকারী কর্মচরী বলে অন্যান্য সরকারী কর্মচারীর মত দেখা কি ঠিক? কারণ অফিসে কাজ করা আর শিক্ষা দানও গ্রহণ করান সমান কাজ নয়। অন্যদিকে শিশুদের শিক্ষা গ্রহণ সময় আর অফিসের সময় একই করা হয়েছে এতে শিক্ষার মান বাড়ার পরিবর্তে দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে।

অন্যান্য সরকারী কর্মচারীর (অফিসের) সপ্তাহিক ছুটি ২ দিন ভোগ করছে, বছরে ৫২ দিন বেশী ভোগ করে থাকে, অথচ মাস্টারগুলো সপ্তাহে ১ দিন ছুটি পায়। সময়সূচী অফিসের মত। এটা কি অবিচার, অত্যাচারের জুলুম নয়? পক্ষান্তরে সরকারের জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো প্রাইমারী মাস্টারদের দ্বারা করান হচ্ছে।

—লায়ন মিয়া
সভাপতি, বালিটানা সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়,
ম্যানেজিং কমিটি, খুলনা শহর, খুলনা